গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ঢাকা মহানগর এবং এর আশেপাশে পরিকল্পিত পাইকারী বাজার স্থাপন ও স্থানান্তর বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি
মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

তারিখ ও সময় : ২৮ জুলাই ২০২২ তারিখ, বিকাল ৪:৩০ ঘটিকা

স্থান : সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৬০১, ভবন নং-৭), স্থানীয় সরকার বিভাগ

সভার উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-**ক**

মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত করে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, ঢাকা মহানগর এবং এর আশেপাশে পরিকল্পিত পাইকারী বাজার স্থাপন ও স্থানান্তরের লক্ষ্যে অদ্যকার সভা আয়োজন করা হয়েছে। তিনি সভার সভাপতি ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি কে সূচনা বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান।

১.২ মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের মেয়রবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ও কর্মকর্তাবৃন্দদেরকে স্বাগত জানান। তিনি জানান, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিনিয়ত মানুষ ঢাকামুখী হচ্ছে এবং ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের বিভিন্ন চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের চাহিদাগুলোকে এমনভাবে গুরুত্ব দিতে হবে যাতে জনজীবনে কোন অস্বস্থিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। ঢাকা শহরে বিভিন্ন জেলা হতে মালামাল আসছে। ঢাকা শহরে মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় পাইকারী কাঁচাবাজার তুলনামূলকভাবে কম থাকায় নতুন করে কাঁচাবাজার তৈরি করা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ও গোটাজাতির স্বপ্ন পদ্মা সেতু চালু হয়েছে। পদ্মাসেতু বাস্তবায়নের ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং উক্ত জেলাসমূহের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ঢাকা শহরে দ্রুত প্রবেশ করছে। ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে পাইকারি বাজার থাকলে বড় গাড়ি আসা-যাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। ঢাকা শহরকে একটি ক্লিন শহর হিসেবে আমরা দেখতে চাই। তাই পাইকারী কাঁচাবাজারগুলো এমন জায়গায় তৈরি করতে হবে যেন বাহির থেকে বড় ধরণের ট্রাক বাজারে ঢুকে মালামাল নামাতে পারে এবং অপর সাইড দিয়ে ছোট ছোট ট্রাক দ্বারা শহরের বিভিন্ন স্থানে মালামাল সরবরাহ করতে পারে। সকল সুযোগ-সুবিধাসম্বলিত কাঁচাবাজার তৈরি করতে হবে। কাঁচাবাজারে পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে এবং কোন মাল্টিপারপাস বিল্ডিং এ কাঁচাবাজার তৈরি করা যাবে না। এমনভাবে কাঁচাবাজার তৈরি করতে হতে যেখানে ট্রেড লাইসেন্স, পানি, বিদ্যুৎবিলসহ সবধরণের সার্ভিস প্রদানে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। পাইকারী কাঁচাবাজারে শুধুমাত্র কাঁচাবাজারই বসবে অন্যকোন দোকান নয়। হকার উচ্ছেদ করতে হলে তাদের জীবিকা নির্বাহের বিকল্প চিন্তাভাবনা করে বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১.৩ সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকীকে সভার আলোচ্যসূচি ও কার্যপত্র উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) সভায় আলোচ্যসূচি ও কার্যপত্র বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে জানান, ঢাকা মহানগরীর কারওয়ান বাজারস্থ দোকানসমূহ ঢাকা শহরের যাত্রাবাড়ী, আমিনবাজার এবং মহাখালী এলাকায় নির্মাণাধীন কাঁচাবাজারে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

কর্তৃক বাস্তবায়িত "ঢাকা শহরে ৩টি পাইকারী কাঁচাবাজার নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় জুলাই/২০০৬ সাল থেকে ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ৩০৫.৫৫ কোটি (জিওবি ২৬৪.৪১ কোটি এবং ডিএনসিসি ৪১.১৪ কোটি) টাকা ব্যয়ে মহাখালী, আমিনবাজার ও যাত্রাবাড়ীতে ৩(তিন)টি মার্কেট (পাইকারী কাঁচাবাজার) নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় ইতোমধ্যে আমিনবাজার ও মহাখালীতে মার্কেট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। যাত্রাবাড়ীতে ৬টি ব্লকের মধ্যে ৫টি ব্লকের নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে এবং একটি ব্লকের একটি ছাদ নির্মাণ কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। যাত্রাবাড়ী পাইকারী কাঁচাবাজারে মোট জমির পরিমান ৫.২১ একর, নির্মিত দোকান সংখ্যা ৯১২টি এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ২১৩৭টি দোকান নির্মাণের প্রস্তাবনা রয়েছে। উক্ত কাঁচাবাজারে কারওয়ান বাজার থেকে ৮৯৫টি দোকান স্থানান্তর/পুনর্বাসন করা হবে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে যাত্রাবাড়ী কাঁচাবাজারের D, E, F ব্লকের সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে, যার অগ্রগতি ৫০%। এছাড়া আরও ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে উক্ত ব্লকের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। কাজটি সম্পন্ন করতে ১ বছর ৬ মাস সময় লাগবে। A, B, C ব্লকের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে ২ বছর সময় লাগবে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক হাজারীবাগ বেড়ী বাধেঁর পার্শ্বে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কস্থিত সাইনবোর্ড মোড়ের উত্তর পার্শ্বে এবং রামপুর ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার সড়কস্থিত ত্রিমোহনী ব্রীজ সংলগ্ন জায়গায় কাঁচাবাজার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে।

১.৪ স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী সভাকে আরও জানান, আমিনবাজার পাইকারী কাঁচাবাজার মোট ১৩ একর জমির উপর নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত জায়গার মধ্যে ১১ একর জমি বেড়ী বাধেঁর পূর্ব পাশে এবং ২ একর জমি বেড়ী বাধেঁর পশ্চিম পাশে অবস্থিত। ২(দুই) একর জমি নিয়ে উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন থাকায় সেখানে নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। বেড়ী বাধেঁর পূর্ব পার্শ্বের ১১ (এগার) একর জায়গায় মোট দোকানের সংখ্যা ৬৯৭টি। পুনর্বাসনযোগ্য দোকানের সংখ্যা ৫৪৯টি, যা কারওয়ান বাজার হতে স্থানান্তর করা হবে। মহাখালী পাইকারী কাঁচাবাজার ভবনটি জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তরিত হওয়ায় সেখানকার ৩৬০টি দোকান আমিনবাজার কাঁচাবাজারে স্থানান্তরিত হবে। ফলে কারওয়ান বাজারের পুনর্বাসনযোগ্য ৫৪৯টি, মহাখালী মার্কেটের ৩৬০টি ও অস্থায়ী বরাদ্দের ১৮০টি দোকানসহ আমিনবাজার পাইকারী কাঁচাবাজারে মোট স্থানান্তরযোগ্য দোকান সংখ্যা হবে (৫৪৯+৩৬০+১৮০)=১০৮৯টি। উক্ত মার্কেটে অতিরিক্ত আরও (১০৮৯-৬৯৭)=৩৯২টি দোকান নির্মাণ/সংস্থান করা প্রয়োজন। অপরদিকে মহাখালী পাইকারী কাঁচাবাজার মার্কেটে মোট জমির পরিমান ৭.১৭ একর। নির্মিত দোকান সংখ্যা ১১৬৫টি, পুনর্বাসনযোগ্য দোকানের সংখ্যা ৩৬০টি। পাইকারী কাঁচাবাজারের একটি ভবন জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তরিত হওয়ায় সেখানকার ৩৬০টি দোকান আমিনবাজার পাইকারী কাঁচাবাজার/কিচেন মার্কেট (গাবতলী)-তে স্থানান্তরিত হবে।

১.৫ সভাপতি ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রগণকে এ বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য/প্রস্তুতি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

১.৬ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস অদ্যকার সভাটি আয়োজনের জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ঢাকা মহানগরীতে পর্যাপ্ত কাঁচাবাজার নেই। অবিভক্ত ঢাকা মহানগরীতে কারওয়ানবাজারে একটি মাত্র বৃহৎ কাঁচাবাজার ছিলো। ঢাকা মহানগরীর মাঝখানে উক্ত কাঁচাবাজারটি থাকায় জনগণের বিভিন্নভাবে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সেপ্রেক্ষিতে যাত্রাবাড়ীতে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৫.২১ একর জমির উপর কাঁচাবাজার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং ৯১২টি দোকান নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ২১৩৭টি দোকান নির্মাণের প্রস্তাবনা রয়েছে। কারওয়ানবাজার থেকে ৮৯৫টি দোকান স্থানান্তর/পুনর্বাসন করা হবে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে এ কাঁচাবাজারের D, E, F ব্লকের সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে, যার অগ্রগতি ৫০%। এছাড়া আরও ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন ব্লকের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে। সিটি

কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যবসায়ীদের নিকট হতে সেলামির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা কাঁচাবাজার তৈরি করা হয়ে থাকে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত কাঁচাবাজারটি পদ্মাসেতুর সংযোগ উড়াল সেতুর শেষ প্রান্ত হওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল হতে আগত সকল জেলার উৎপাদিত কাঁচামাল উক্ত কাঁচাবাজারে আনা সম্ভব। ঢাকা শহরের পরিধি অনুযায়ী রাজধানীর চার প্রান্তে চারটি বৃহৎ পাইকারী কাঁচাবাজার নির্মাণ করা জরুরী। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে যত্রতত্র কাঁচাবাজার বসায় যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। কাঁচাবাজারের পূর্বের প্লানে ছোট ছোট ভিটি তৈরী করে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কাঁচাবাজার ও গ্রোসারি দোকান এক নয়। কাঁচাবাজার সমতল জায়গায় টিনের সেডের ভিতরে থাকবে। প্রতিটি ওয়ার্ড ভিত্তিক একটি খুচরা কাঁচাবাজার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হবে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আন্ত:জেলা বাস টার্মিনালের মতই কাঁচাবাজার নির্মাণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

১.৭ সভাপতি সভাকে জানান, ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান (DAP)-এর কার্যক্রম ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছে। রাজউক, DAP-এর প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য দপ্তর/সংস্থাসহ অংশীজনের সাথে ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রগণ সভা করে কোন কোন জায়গায় পাইকারী কাঁচাবাজার নির্মাণ করা সম্ভব তা চিহ্নিত করে প্রতিবেদন আকারে দাখিলের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

১.৮ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম সভার সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী ও উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অর্গানোগ্রাম তৈরির সময় বাজার সার্কেল বাদ দেয়া হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেলের মাধ্যমে বাজার সার্কেলের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে, যা খুবই কষ্টকর। এছাড়া, ওয়াসা হতে খাল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে হস্তান্তর করায় উক্ত খালসমূহ তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে জনবল দরকার। তাই অর্গানোগ্রামে বাজার সার্কেল ও জলাবদ্ধতা সার্কেল সংযোজন করা দরকার। গত ০১ জুলাই ২০১৬ তারিখে গুলশান হলি আর্টিজান বেকারীতে হামলার পর আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু আবাসিক এলাকায় দোকান-পাট ঠিকই চলমান রয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগ ও ওয়াসা কর্তৃক বিদ্যুৎ বিল ও পানির বিল বাণিজ্যিক হিসেবে নেয়া হচ্ছে। কিন্তু সিটি কর্পোরেশন ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করতে না পারায় প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যত্রতত্র বাজার স্থাপন করা হচ্ছে। কিন্তু নীতিমালা না থাকায় রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। সিটি কর্পোরেশনের মূল আয় হচ্ছে হোল্ডিং ট্র্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স। সিটি কর্পোরেশন ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমিনবাজারের মার্কেটটি পুনরায় পুনর্গঠন করা হবে। মাননীয় মন্ত্রীর অনুমতিক্রমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী কাঁচাবাজার/মার্কেট সম্পর্কিত একটি Power Point উপস্থাপন করেন।

১.৯ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার সভাকে জানান, ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন জায়গায় বাজার/মার্কেট নির্মাণের জন্য জায়গা নির্ধাণের লক্ষ্যে ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান (DAP)-এর প্রকল্প পরিচালকসহ স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয় সভা করলে দ্রুততার সাথে কাজটি করা সম্ভব হবে।

১.১০ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ফরিদ আহাম্মদ সভাকে জানান, 'ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা প্রবিধান, ২০২২' এর খসড়া অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত খসড়া প্রবিধানটি ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে কিছু তথ্যাদিসহ পুনরায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। উক্ত তথ্যাদি প্রস্তুত করা হয়েছে যা শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে।

১.১১ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ সেলিম রেজা সভাকে জানান, ঢাকা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অর্গানোগ্রামে বাজার উইং এর জন্য প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে যা শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে।

১.১২ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সঞ্জয় কুমার বণিক, জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এ কে এম টিপু সুলতান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব ফয়েজ আহাম্মদসহ অন্যান্য কর্মকর্তা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১.১৩ স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব সভাকে জানান, ইতোমধ্যে মাননীয় মন্ত্রী ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে বাজার/পাইকারী বাজার নির্মাণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ধারণা দিয়েছেন। উক্ত মার্কেট/বাজারের জন্য ড্রইং ও ডিজাইন নির্ধারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা যেতে পারে।

১.১৪ এ বিষয়ে সভাপতি জানান, মার্কেট/বাজারের জন্য ড্রইং ও ডিজাইনসহ সকল কার্যক্রমের জন্য উভয় সিটি কর্পোরেশনে ওয়ার্কিং গ্রুপ বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ কাজ করছে। ঢাকা শহর সকল জেলার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় কোন কোন জেলার পণ্য কোন স্থানে আসলে সুবিধা হবে সেসকল স্থানে পাইকারী কাঁচাবাজার/বাজার নির্মাণের লক্ষ্যে জমি নির্বাচনপূর্বক জমি অধিগ্রহণসহ অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

২. **সিদ্ধান্ত:**

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রগণ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান (DAP) পর্যালোচনা ও অংশীজনদেরকে নিয়ে সভা করে ঢাকা মহানগরীর কোন কোন জায়গায় পাইকারী কাঁচাবাজার/মার্কেট স্থাপন করা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।	(১)মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ/ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন; (২) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; (৩) প্রকল্প পরিচালক, ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান (DAP)।
২.২	আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নতুন ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের বিষয়ে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন করার জন্য সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সভা করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন।	স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২.৩	আমিনবাজার কাঁচাবাজারটি পুনর্গঠন (Remodelling)/ প্রয়োজনীয় সংস্কার করে পাইকারীবাজার (Whole sale Market) হিসাবে চালুর ব্যবস্থা করতে হবে।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২.৪	যাত্রাবাড়ী পাইকারী কাঁচাবাজার দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর ও প্রয়োজনীয় সংস্কার করে কাঁচাবাজার চালু করতে হবে।	(১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন; (২) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

৩. পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরত/-
তারিখ: ১০ আগস্ট ২০২২ খ্রি:
(মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি)
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৭.০১৭.১৩(অংশ-১)-**৯৩৩(১/১৫)**

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ ১৪২৯ / ১০ অগস্ট ২০২২

বিতরণ: (জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে) (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১-৩ মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ/ ঢাকা উত্তর/ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
৪-৫ সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬-৮ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়/নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
১০ প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
১১ অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২-১৩ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ/ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
১৪ চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।
১৫-১৭ যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১/নগর উন্নয়ন-২/পরিকল্পনা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮ মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রী'র সদয় অবগতির জন্য)।
১৯ উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০-২২ মেয়রের একান্ত সচিব, ঢাকা দক্ষিণ/ ঢাকা উত্তর/ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
২৩ সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২৪ প্রকল্প পরিচালক, ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান (DAP), ঢাকা।
২২ প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫ অফিস কপি।

১০.০৮.২০২২

মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫
মোবাইল: ০১৭১৬-৪২৬১২০
ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd